স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি' প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ৬২ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদাদি মহাভাব—মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অপরিমেয় ঃ—

এইমত মহাপ্রভু প্রতিরাত্রি-দিনে ।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥ ৬৩ ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার ।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ ৬৪ ॥
জীব দীন কি করিবে, তাহার বর্ণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি' দিগ্‌দরশন ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-শ্রবণে প্রেমতত্ত্বজ্ঞানোদয় ঃ—

ইহা যেই শুনে, তার জুড়ায় মন-কাণ ।
অলৌকিক গূঢ়প্রেম চেষ্টা হয় জ্ঞান ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমতীর ভাবে প্রভুর স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ও জীবে তদ্বিতরণ ঃ—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা ।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা ॥ ৬৭ ॥

মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ঃ—

অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য ।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য ॥ ৬৮ ॥

চৈতন্য-ভজনেই কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প) বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর 'কূর্ম্মাকৃতি'-ভাব ।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৭০ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে প্রভুলীলা-বর্ণিত ঃ—

এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ-দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭১ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৫)—

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭২। বদ্ধ দ্বারত্রয় খোলা হয় নাই, অথচ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৈলঙ্গী-গাভী-দিগের মধ্যে নিপতিত শরীর সমস্ত সঙ্কোচপূর্ব্বক কৃষ্ণবিরহে কমঠাকৃতি হইয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৫৭। মারে—'মার' অর্থাৎ কামদেবরূপে পরাজয় করে।

৬৫। শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ-চেষ্টাবিষয়িণী লীলা বর্ণন করিতে সহস্রমুখে অনন্ত-শক্তিমান্ অনন্তদেবও সমর্থ নহেন ; আমি—দীন শক্তিহীন, নিতান্ত অসমর্থ জীব, সুতরাং সম্যগ্‌ভাবে গৌরলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হই নাই ; তথাপি দিক্ নিরূপণ করিবার জন্য শাখাচন্দ্রন্যায়-মাত্র অবলম্বন করিয়াছি।

অনুভাষ্য

৬৯। সর্ব্বভাবে—সর্ব্বতোভাবে, একান্তভাবে।

৭২। অহো, [কাশীমিশ্রগৃহে] দ্বারত্রয়ম্ অনুদ্ঘাট্য (অনুন্মুচ্য) উরু (উন্নতং) ভিত্তিত্রয়ং (প্রাচীরত্রয়ং) চ উচ্চৈঃ বিলঙ্ঘ্য (উল্লঙ্ঘ্য) কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে (ত্রৈলঙ্গদেশান্তর্গত করিঙ্গ-দেশোদ্ভব-গোষু মধ্যে) নিপতিতঃ কৃষ্ণোরুবিরহাৎ (কৃষ্ণস্য বিষমবিচ্ছেদাৎ) তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ (তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বত্বং তস্মাৎ) কমঠঃ (কূর্ম্মঃ) ইব বিরাজন্ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

গোদাবরীনদী যে-স্থানে সমুদ্রে সঙ্গতা হইয়াছে, তথায় তৈলঙ্গদেশের রাজধানী 'করিঙ্গ' বা 'দক্ষিণ কলিঙ্গ' অবস্থিত ছিল। তৈলঙ্গী গাইকে সংস্কৃতভাষায় 'কালিঙ্গিক-সুরভি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে কোনদিবস মহাপ্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে যমুনা-ভ্রমবশতঃ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ;—রাধাকৃষ্ণের জলকেলি-লীলাস্বাদনই এই লীলার তাৎপর্য্য। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু কোণার্কের দিকে চলিলেন। কোন জালিয়া 'বড়মাছ' বলিয়া তাঁহাকে জালদ্বারা টানিয়া দেখিল যে, অচৈতন্যাবস্থায় প্রভুর আকৃতি অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। তাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহার প্রেমাবেশ হইল। সে ভয় করিল যে, আমার

(স্কন্ধে) এই ভূতটা পাইয়া বসিয়াছে। এই মনে করিয়া সে ওঝার নিকট যাইতেছিল, এমত সময় মহাপ্রভুকে নানাস্থানে নানাপ্রকারে অন্বেষণ করিয়া স্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি তীরে তীরে আসিতে তাহার সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের জিজ্ঞাসাক্রমে সে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত বলায় স্বরূপ-গোস্বামী দেখিলেন যে, সেই জালিয়া প্রভুকে তীরে তুলিয়াছে। কৃষ্ণনামের চাপড় দিয়া জালিয়ার ভয়রূপ ভূত ছাড়াইলেন। পরে মহাপ্রভুকে নামকীর্ত্তনের দ্বারা সচেতন করত উঠাইয়া তাঁহার লীলা শ্রবণ করত তাঁহাকে গৃহে আনিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

যমুনা-জ্ঞানে সমুদ্রে ভাসমান কৃষ্ণবিরহী প্রভুর কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছানঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর তীব্র কৃষ্ণবিরহ ঃ—

এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥ ৩ ॥

শারদীয় জ্যোৎস্নারাত্রিতে রাসলীলার উদ্দীপন ঃ—

শরৎকালের রাত্রি, সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রিসকল ॥ ৪ ॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমেন কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥ ৫ ॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান, নর্ত্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥ ৬ ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায়।
ভূমে পড়ি' কভু মূর্চ্ছা, কভু পড়ি' যায় ॥ ৭ ॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে, শুনে।
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে ॥ ৮ ॥

সমগ্র রাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঠ ও ব্যাখ্যায় প্রভুর যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ ঃ—

এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করে, পায় কভু হর্ষ-শোক ॥ ৯ ॥

গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে তদ্বর্ণনা-বিরতি ঃ—

সে-সব শ্লোকের অর্থ, সে-সব 'বিকার'।
সে-সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ॥ ১০ ॥
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে-ক্ষণে।
অতি বাহুল্য-ভয়ে গ্রন্থ না কৈলুঁ লিখনে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে কেবল দিঙ্মাত্র নির্দ্দিষ্ট ঃ—

পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিক্‌দরশন।
তৈছে জানিহ 'বিকার' 'প্রলাপ'-বর্ণন ॥ ১২ ॥

ভগবান্ শেষেরও প্রভুর লীলা-পরিমাণে অসামর্থ্য ঃ—

সহস্র-বদনে যবে কহয়ে 'অনন্ত'।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত ॥ ১৩ ॥

স্বর্গের লেখকশ্রেষ্ঠ গণেশের পক্ষে উহা নিতান্তই অসম্ভব ঃ—

কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ ॥ ১৪ ॥

গোপীর প্রেমদর্শনে স্বয়ং কৃষ্ণেরও বিস্ময় ঃ—

ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি' কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর ?? ১৫ ॥

গোপীপ্রেম-নির্দ্ধার ও আস্বাদন-পরিমাণার্থ কৃষ্ণের গোপীভাব-স্বীকার ঃ—

ভক্ত-প্রেমার যে-দশা, যে-গতি-প্রকার।
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকারে, তাহা আস্বাদিতে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত বিক্রম ঃ—

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচাই'।
আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে একঠাঞি ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সমুদ্রকে দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে হরিবিরহ-তাপার্ণবে নিমগ্ন হইয়া জলমধ্যে পড়িয়া সমস্ত রাত্রি মূর্চ্ছিত ছিলেন এবং প্রভাতে (স্বরূপাদি নিজ-অন্তরঙ্গ-গণকর্ত্তৃক) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন নিজ-লীলাদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শচীনন্দনঃ) শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোঃ (শরদি শরৎ-কালীয়মেঘরহিতে ব্যোম্নি বা জ্যোৎস্না তয়া বিভাবিতঃ যঃ সিন্ধুঃ তস্য) অবকলনয়া (সন্দর্শনেন) জাতযমুনা-ভ্রমাৎ (জাতঃ যঃ যমুনায়াঃ ভ্রমঃ তস্মাৎ হেতোঃ) ধাবন্ হরিবিরহতাপার্ণবে (কৃষ্ণবিচ্ছেদক্লেশসমুদ্রে) ইব অস্মিন্ (পয়সি) মূর্চ্ছানঃ (নিমগ্নঃ সন্) অখিলাং (সমস্তাং) রাত্রিং নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ (স্বীয়ৈঃ অন্তরঙ্গভক্তৈঃ) প্রাপ্তঃ, সঃ শচীসূনুঃ (গৌরঃ) ইহ নঃ (অস্মান্) অবতু (রক্ষতু)।

কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনরূপ প্রেমা—স্বয়ং ভগবানেরও বর্ণন-ক্ষমতাতীত ঃ—

প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন ।
চান্দ ধরিতে চাহে, যেন হঞা 'বামন' ॥ ১৯ ॥

চিৎপরমাণু-কণ জীবের অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর বিন্দুমাত্র-স্পর্শেই অধিকার ঃ—

বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক 'কণ' ।
কৃষ্ণপ্রেম-কণ তৈছে জীবের স্পর্শন ॥ ২০ ॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত ।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত ?? ২১ ॥

স্বরূপ ও রামরায়াদি কৃষ্ণশক্তিবর্গেরই প্রভুর ভাবানুভূতিতে অধিকার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন ।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি 'গণ' ॥ ২২ ॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন ।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয়ে এক 'কণ' ॥ ২৩ ॥

গোপীসহ কৃষ্ণের জলকেলি-শ্লোক পাঠ ঃ—

এইমত রাসের শ্লোক সকল পড়িলা ।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৩)—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরণুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২৫ ॥

যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে প্রভুর ঝম্প ও মূর্চ্ছা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে ॥ ২৬ ॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল ।
ঝলমল করে,—যেন 'যমুনার জল' ॥ ২৭ ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা ।
অলক্ষিতে যাই' সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥ ২৮ ॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে ।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ ২৯ ॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে,—যেন শুষ্ক কাষ্ঠ ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ?? ৩০ ॥

মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভাসিয়া কোণার্কাভিমুখে গমন ঃ—

কোণার্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায় ।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায় ॥ ৩১ ॥

ভাবে নিমগ্ন গোপী-কিঙ্করী-অভিমানী প্রভুর উদ্ঘূর্ণা ঃ—

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ-সঙ্গে ।
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ ৩২ ॥

স্বরূপাদিকর্তৃক প্রভুর অন্বেষণ ঃ—

ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া ।
'কাঁহা গেলা প্রভু ?' কহে চমকিত হঞা ॥ ৩৩ ॥

নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তি-পরিচালক প্রভুকে স্বতন্ত্র-জ্ঞান ঃ—

মনোবেগে গেলা প্রভু, দেখিতে নারিলা ।
প্রভুরে না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। গজীগণসহ গজরাজ যেরূপ জলক্রীড়া করে, তদ্রূপ লোক-ধর্ম্মাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসলীলায় শ্রান্ত হইয়া গন্ধর্ব্বপতিগণের ন্যায় অলিগণের দ্বারা অনুগত (পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসৃত) হইয়া শ্রম অপনোদন করিবার আশায় জলে প্রবেশ করিলেন। সে-সময়ে গোপীর কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত মালা তাহাদের অঙ্গসঙ্গদ্বারা ঘৃষ্ট (মর্দ্দিত) হইয়াছিল।

৩১। কোণার্ক—'অর্কতীর্থ', যাহাকে আজকাল 'কোণারক' বলে।

অনুভাষ্য

৯। কৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলায় 'হর্ষ' আর গোপীগণের বিপ্রলম্ভ-লীলায় 'বিষাদ'।

২৫। শুদ্ধচিত্ত পরীক্ষিতের নিকট মহাভাগবত পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশুকদেব অপ্রাকৃত গোপীগণসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন,—

অনুভাষ্য

শ্রান্তঃ, সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রমং (ক্রীড়া-ক্লান্তিম্) অপোহিতুম্ (অপনেতুম্) অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (অঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দ্দিতা স্রক্ কুন্দমালা তস্যাঃ অতএব) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ইব গায়ন্তি যে অলয়ঃ তৈঃ) অনুদ্রুতঃ (অনুসৃতঃ সন্ তাভিঃ যুতঃ) ভিন্নসেতুঃ (বিদারিতবপ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণস্তু অতিক্রান্ত-লোকমর্য্যাদঃ) গজীভিঃ ইভরাট্ (গজেন্দ্রঃ ইব) বাঃ (জলম্) আবিশৎ।

৩১। কোণার্ক—উত্তর-অক্ষাংশ ১৯° ৫৩´ ২৫´´; পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রতটে স্থিত। ত্রয়োদশ-শক-শতাব্দীর প্রারম্ভে এস্থানে স্থাপত্য নৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন কৃষ্ণ-প্রস্তরময় সূর্য্য-মন্দির-নির্ম্মাণের প্রয়াস হয়।

৩২। অন্ত্য ১৮শ পঃ ৮০-৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মনে মনে বিতর্ক ঃ—

'জগন্নাথ দেখিতে, কিবা দেবালয়ে গেলা?
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা?? ৩৫ ॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা, কিবা নরেন্দ্রেরে?
চটক-পর্ব্বতে গেলা, কিবা কোণার্কেরে??' ৩৬ ॥

সমুদ্রতীরে গমন ঃ—

এত বলি' সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কতজন লঞা ॥ ৩৭ ॥

প্রভুর অপ্রাপ্তিতে তদন্তর্দ্ধানানুমান ঃ—

চাহিয়ে বেড়াইতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
'অন্তর্দ্ধান হইলা প্রভু',—নিশ্চয় করিল ॥ ৩৮ ॥

মনে মনে ভক্তগণের অমঙ্গলাশঙ্কা ঃ—

প্রভুর বিচ্ছেদে কার দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্টাশঙ্কা বিনা কার মনে নাহি আন ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়হৃদয়ে প্রিয়ের অদর্শন-জন্য অমঙ্গলাশঙ্কা ঃ—
অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকে (৪) শকুন্তলার প্রতি প্রিয়ম্বদা-বাক্য—

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥ ৪০ ॥

সকলে মিলিয়া প্রভুর অন্বেষণ ঃ—

সমুদ্রের তীরে আসি' যুকতি করিলা।
চিরায়ু-পর্ব্বত-দিকে কতজন গেলা ॥ ৪১ ॥
পূর্ব্ব দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কতজন।
সিন্ধু-তীরে-নীরে করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪২ ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে, নাহিক 'চেতন'।
তবু প্রেমে বুলে করি' প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪৩ ॥

অদ্ভুত-ভাবাবিষ্ট এক ধীবরসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

দেখেন, এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি'।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৪৪ ॥

ধীবরকে তাহার ভাবাবেশের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

জালিয়ার চেষ্টা দেখি' সবার চমৎকার।
স্বরূপ-গোসাঞি তারে পুছেন সমাচার ॥ ৪৫ ॥

গ্রহাবিষ্ট ধীবরকর্ত্তৃক প্রভুর সংবাদ ও অবস্থা-বর্ণন ঃ—

"কহ জালিয়া, এই দিকে দেখিলা একজন?
তোমার এই দশা কেনে,—কহ ত' কারণ??" ৪৬ ॥
জালিয়া কহে,—"ইঁহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥ ৪৭ ॥
বড় মৎস্য বলি' আমি উঠাইলুঁ যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥ ৪৮ ॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ-স্পর্শ হইল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ ৪৯ ॥
ভয়ে কম্প হৈল, মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্গদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥ ৫০ ॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য, কিবা ভূত, কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায় ॥ ৫১ ॥
শরীর দীঘল তার—হাত পাঁচ-সাত।
এক হস্ত পদ তার, তিন তিন হাত ॥ ৫২ ॥
অস্থি-সন্ধি ছুটি' চর্ম্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি' প্রাণ কার নাহি রহে ধরে ॥ ৫৩ ॥
মড়া রূপ ধরি' রহে উত্তান-নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু দেখি অচেতন ॥ ৫৪ ॥
সাক্ষাৎ দেখেছোঁ,—মোরে পাইল সেই ভূত।
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী-পুত ॥ ৫৫ ॥
সেই ত' ভূতের কথা কহন না যায়।
ওঝা ঠাঞি যাইছোঁ,—যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥ ৫৬ ॥

শ্রীনৃসিংহ-স্মরণে সকল বিপদবিনাশ ঃ—

একা রাত্র্যে বুলি' মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত-প্রেত আমার না লাগে 'নৃসিংহ'-স্মরণে ॥ ৫৭ ॥
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে ॥ ৫৮ ॥
ওথা না যাইহ, আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥" ৫৯ ॥

স্বরূপের প্রভুসন্ধানপ্রাপ্তি-বিষয়ে যথার্থানুমান ঃ—

এত শুনি' স্বরূপ-গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি'।
জালিয়ারে কিছু কয় সুমধুর বাণী ॥ ৬০ ॥

স্বরূপের ধীবরকে আশ্বাসন ও ভয়াপনোদন ঃ—

"আমি—বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।"
মন্ত্র পড়ি' শ্রীহস্ত দিলা তাহার মাথাতে ॥ ৬১ ॥
তিন চাপড় মারি' কহে,—"ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ" বলি' সুস্থির করিল ॥ ৬২ ॥
একে প্রেম, আরে ভয়,—দ্বিগুণ অস্থির।
ভয়-অংশ গেল,—সে হৈল কিছু ধীর ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। বন্ধু-হৃদয় সর্ব্বদা বন্ধুর অনিষ্টে আশঙ্কা করে।

অনুভাষ্য

৪০। মূলগ্রন্থে—"সিণেহো পাবসঙ্কী" অথবা "সিণেহো পাবমাসঙ্কাদি"—এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

৪১। চিরায়ু-পর্ব্বত—চটক-পর্ব্বত।

৫৫। জীবে—বাঁচিবে।

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুর পরিচয়-দান ঃ—

স্বরূপ কহে,—"যাঁরে তুমি কর 'ভূত'-জ্ঞান।
ভূত নহে, তেঁহো—কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥ ৬৪ ॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলা আপনার জালে ॥ ৬৫ ॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥ ৬৬ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ধীবরকে প্রভু-প্রদর্শনার্থ আদেশ ঃ—

এবে ভয় গেল, তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ, দেখাহ আমারে ॥" ৬৭ ॥

বুদ্ধিবিভ্রম ঃ—

জালিয়া কহে,—"প্রভুরে দেখ্যাছোঁ বারবার।
তেঁহো নহেন এই অতিবিকৃত আকার ॥" ৬৮ ॥

স্বরূপের প্রভুপ্রেম-বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ে, হয় অতি দীর্ঘাকার ॥" ৬৯ ॥

ধীবরকর্ত্তৃক সকলকে প্রভু-প্রদর্শন ; প্রভুর অবস্থা ঃ—

শুনি' সেই জালিয়া আনন্দিত হইল।
সবা লঞা গেল, মহাপ্রভুরে দেখাইল ॥ ৭০ ॥
ভূমিতে পড়িয়া আছেন দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত-তনু, বালু লাগ্যাছে গায় ॥ ৭১ ॥
অতিদীর্ঘ শিথিল তনু-চর্ম্ম নট্‌কায়।
দূর পথ উঠাঞা আনান না যায় ॥ ৭২ ॥

প্রভুর চৈতন্যসম্পাদনার্থ বহু যত্ন ও সেবা ঃ—

আর্দ্র কৌপীন দূর করি' শুষ্ক পরাঞা।
বহির্ব্বাসে শোয়াইলা বালুকা ছাড়াঞা ॥ ৭৩ ॥

সকলের উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

সবে মেলি' উচ্চ করি' করেন সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি' কৃষ্ণনাম কহেন প্রভুর কাণে ॥ ৭৪ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন ঃ—

কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিল ॥ ৭৫ ॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ-স্থানে।
'অর্দ্ধবাহ্যে', ইতি-উতি করেন দরশনে ॥ ৭৬ ॥

প্রভুর দশাত্রয়ের পরিচয় ঃ—

তিন-দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্ব্বকাল।
'অন্তর্দ্দশা', 'বাহ্যদশা', 'অর্দ্ধবাহ্য' আর ॥ ৭৭ ॥

আপনাকে গোপীর কিঙ্করী-জ্ঞানকারী প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য-দশা-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহ্য-জ্ঞান।
সেই দশা কহেন ভক্ত 'অর্দ্ধবাহ্য' নাম ॥ ৭৮ ॥
'অর্দ্ধবাহ্যে' কহেন প্রভু প্রলাপ-বচনে।
আভাসে কহেন প্রভু, শুনেন ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥
"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি,—জলক্রীড়া করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮০ ॥
রাধিকাদি গোপীগণ-সঙ্গে এক মেলি'।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করেন কেলি ॥ ৮১ ॥
তীরে রহি' দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে।
একসখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ॥ ৮২ ॥

আপনাকে গোপী-কিঙ্করীজ্ঞানে প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণের শ্রীরাধাদি গোপীগণসহ জলক্রীড়া-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

যথা রাগ—

পট্টবস্ত্র, অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম-শুক্লবস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈলা জলাবগাহন,
জলকেলি রচিলা সুঠাম ॥ ৮৩ ॥
সখি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ-মত্ত করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর,
গোপীগণ করি' নিজ সঙ্গে ॥ ৮৪ ॥ ধ্রু ॥
আরম্ভিলা জলকেলি, অন্যোহন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি, বর্ষে জলধার।
সবে জয়-পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ ৮৫ ॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্ঘন, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ-উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকীগণ,
সেই অমৃত সুখে পান করে ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। করপুষ্কর—করকমল ; (মতান্তরে, শুণ্ডাগ্র)।

৮৬। স্থির তড়িতের ন্যায় গোপীগণ নবঘনশ্যামরূপ কৃষ্ণকে জলবর্ষণপূর্ব্বক সেচন করিতে লাগিল, আবার শ্যামরূপ নবঘনও পুনরায় (গোপীরূপী) তড়িদ্‌গণের উপর জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

৮২। নিজ নিজ যূথেশ্বরীর সেবানন্দ-সুখতৎপরা আমি ও আমার ন্যায় অন্যান্য নবীনা লাল্যা কিঙ্করী (মঞ্জরীগণ) ;—এতদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়সম্ভোগ-বাঞ্ছামূলে সাধকের অহংগ্রহোপাসনা নিষিদ্ধ হইল ; মধ্য, ৮ম পঃ ২০২-২০৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

প্রথমে যুদ্ধ 'জলাঞ্জলি', তবে যুদ্ধ 'করাকরি',
তার পাছে যুদ্ধ 'মুখামুখি'।
তবে যুদ্ধ 'হৃদাহৃদি', তবে হৈল 'বাদাবাদি',
তবে হৈল যুদ্ধ 'নখানখি' ॥ ৮৭ ॥
সহস্র-করে জল-সেকে, সহস্র-নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্রপাদ নিকটে গমনে।
সহস্রমুখ-চুম্বনে, সহস্রবপু-সঙ্গমে,
গোপীমর্ম্ম শুনে সহস্র-কাণে ॥ ৮৮ ॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠলগ্ন-জলে,
ছাড়িলা তাঁহা, যাঁহা অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি', ভাসে জলের উপরি,
গজোদ্‌ঘাতে যৈছে কমলিনী ॥ ৮৯ ॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি',
সবার বস্ত্র করিলা হরণে।
যমুনা-জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে করে কৃষ্ণ দরশনে ॥ ৯০ ॥
পদ্মিনীলতা—সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত-কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
হস্তে কেহ কঞ্চুলি ধরিল ॥ ৯১ ॥
কৃষ্ণের কলহ রাধা-সনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ-বনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ-বপু জলে পশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে-মুখে না পারি চিনিতে ॥ ৯২ ॥
এথা কৃষ্ণ রাধা-সনে, কৈলা যে আছিল মনে,
গোপীগণে অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥ ৯৩ ॥
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি' আসি' করয়ে মিলন।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুকে দেখে তীরে গোপীগণ ॥ ৯৪ ॥
চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥ ৯৫ ॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের কৈল নিবারণ।
'পদ্ম' চাহে লুটি' নিতে, 'উৎপল' চাহে রাখিতে,
'চক্রবাক লাগি' দুঁহার রণ ॥ ৯৬ ॥
পদ্মোৎপল—অচেতন, চক্রবাক—সচেতন,
চক্রবাক পদ্মে আস্বাদয়।
ইঁহা দুঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে অন্যায় হয় ॥ ৯৭ ॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে লুটে আসি',
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল,—এ বড় চিত্র,
এই বড় 'বিরোধ-অলঙ্কার' ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। অঙ্গাবরণের জন্য হস্তরূপ পদ্মিনীপত্র ; কেহ কেশপাশ মুক্ত করিয়া অধোবসন কল্পনা করিলেন ; কেহ কেহ হস্তকে 'কঞ্চুলী' করিলেন।

৯৪। হেমাব্জ—গোপী ; নীলাব্জ—কৃষ্ণ ; সেবাপরা গোপীগণ তীরে থাকিয়া উভয়ের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

৯৫-৯৮। গোপীগণের স্তনসকল—চক্রবাকমণ্ডল ; সকলই যখন পৃথক্ পৃথক্ যুগলরূপে জল হইতে উঠিল, সেই সময় পৃথক্ পৃথক্ কৃষ্ণের নীলপদ্মস্বরূপ করদ্বয় চক্রবাকগুলিকে

অনুভাষ্য

৮৭। পাঠান্তরে—'রদা-রদি'।

৯১। পাঠান্তরে—'স্বস্তিকে কাঁচুলি রচিল'।

৯৮। সূর্য্যোদয়ে পদ্মের বিকাশ হওয়ায় সূর্য্য—পদ্মের মিত্র; সূর্য্যের উদয়ে চক্রবাকের মিলন হয়। কিন্তু এস্থলে পদ্ম সূর্য্যের মিত্র হইয়াও নিজ-মিত্র সূর্য্যের মিত্র চক্রবাককে লুণ্ঠন করিতেছে। চক্রবাক—চেতন, আর পদ্ম—অচেতন পদার্থ। কিন্তু এস্থলে কৃষ্ণকররূপ পদ্ম অচেতন হইয়াও গোপীর্বক্ষোরূপ সচেতন চক্রবাককে আক্রমণ করিতেছে,—ইহাই 'বিরোধাভাসালঙ্কার'।

অমৃতানুকণা—৮৮। "সহস্রপাদ নিকটে গমন"—সহস্রপাদ অর্থাৎ সূর্য্য—সিঞ্চিত জলের অতিবেগ-হেতু সূর্য্য-নিকটে অর্থাৎ অতি উচ্চে গমন ; পাঠান্তরে "সহস্র-পদে নিকটে গমন"। এস্থলে 'সহস্র'-অর্থে অসংখ্য ; শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের জলযুদ্ধ-ব্যপদেশে প্রেমাত্মক-মিলনে পরস্পর অপরিমিত অনুরাগের প্রকাশরূপে 'সহস্র'-শব্দের ব্যবহার—যেমন, "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী-রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে" (বিদগ্ধমাধব)। ৯১। জলে ভাসমানা 'পদ্মিনীলতা' সখীরূপে সাহায্যার্থে কোন কোন গোপীগণের হস্তে পত্রসমর্পণ করিলে, তদ্দারা তাঁহারা বক্ষো-আবরণ রচনা করিলেন। কেহ কেশপাশ মুক্ত করিয়া অগ্রে বিস্তার করত অধোবাস নির্ম্মাণ করিলেন, কেহ কেহ নিজ হস্তকে 'কঞ্চুলী' অর্থাৎ বক্ষো-আবরণরূপে ধারণ করিলেন।

অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি' কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল ।
যাহা করি' আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণ-যুগ্ম জুড়াইল ॥ ৯৯ ॥

অপ্রাকৃত মঞ্জরীগণের গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের সেবন-বৈচিত্র্য ঃ—

ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি', তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ ।
গন্ধ-তৈল-মর্দ্দন, আমলকী-উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ ১০০ ॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্ন-মন্দিরে কৈলা আগমন ।
বৃন্দা-কৃত সম্ভার, গন্ধ-পুষ্প-অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥ ১০১ ॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল ।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি' আনিয়া সকল ॥ ১০২ ॥
উত্তম সংস্কার করি', বড় বড় থালী ভরি',
রত্ন-মন্দিরে পিণ্ডার উপরে ।
ভক্ষণের ক্রম করি', ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥ ১০৩ ॥
এক নারিকেল নানা জাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলা, কোলি—বিবিধপ্রকার ।
পনস, খর্জ্জুর, কমলা, নারঙ্গ, জাম, সন্তারা,
দ্রাক্ষা, বাদাম, মেওয়া যত আর ॥ ১০৪ ॥
খরমুজা, ক্ষীরিকা, তাল, কেশুর, পানীফল, মৃণাল,
বিল্ব, পীলু, দারিম্বাদি যত ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আচ্ছাদন করিল। গোপীদিগের হস্তগুলি—রক্তোৎপল ; উহারা যুগলে যুগলে উঠিয়া নীলপদ্মগুলিকে নিবারণ করিতে লাগিল। নীলপদ্মগুলি চক্রবাকগুলিকে লুটিতে চায় আর রক্তোৎপল-গুলি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চায়, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইতে লাগিল। নীলপদ্ম ও রক্তোৎপল—প্রেমে অচেতন; চক্রবাকগুলি সচেতন হইলেও নীলপদ্ম চক্রবাকগুলিকে আস্বাদন করিতে লাগিল। ইহাতে বিপরীত ধর্ম্ম এই যে, সাধারণতঃ চক্রবাক-পক্ষীই পদ্ম আস্বাদন করে ; কৃষ্ণের এই লীলায় অচেতন পদ্মই সচেতন চক্রবাককে আস্বাদন করিল। সূর্য্যমিত্র পদ্ম সহজে চক্রবাকের সহবাসী, কিন্তু মিত্র হইয়াও উহা চক্রবাককে লুণ্ঠন করে। উৎপল অর্থাৎ কুমুদ রাত্রে ফোটে বলিয়া চক্রবাকের অপরিচিত শত্রু হইলেও গোপীর হস্তরূপ সেই কুমুদ স্বীয় স্তনরূপ চক্রবাককে রক্ষা করে ;—ইহা বড়ই বিচিত্র, অতএব এ-স্থলে 'বিরোধালঙ্কার'।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

সূর্য্যোদয়ে উৎপল মুদ্রিত হয় বলিয়া সূর্য্য—উৎপলের শত্রু। রাত্রে উৎপল প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া উহা—চক্রবাকের অপরিচিত। এস্থলে সূর্য্য—উৎপলের শত্রু এবং চক্রবাক—সেই শত্রুর মিত্র। গোপীবক্ষোরূপ চক্রবাকই এস্থলে গোপীকররূপ উৎপলকর্ত্তৃক রক্ষিত,—ইহাও বিচিত্র 'বিরোধালঙ্কার'।

৯৯। অতিশয়োক্তি—উপমেয় পদার্থের পরিবর্ত্তে উপমানকে অভিন্ন-নিশ্চয়ে (জ্ঞানে) ব্যবহার করায় তাহা—'অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার' ; যথা সাহিত্যদর্পণে (১০ম পঃ ৬৯৩ কারিকায়)—"সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।"*

বিরোধাভাস—যথা কাব্যপ্রকাশে (১০ম উঃ ২৪ কারিকায়)—'বিরোধঃ সোঽবিরোধেঽপি বিরুদ্ধত্বেন যদ্বচঃ। জাতিশ্চতুর্ভির্জাত্যাদ্যৈর্বিরুদ্ধাঃ স্যাদ্‌গুণস্ত্রিভিঃ। ক্রিয়াদ্বাভ্যামপি দ্রব্যঃ দ্রব্যেণৈবেতি তে দশ।"*

১০০। উদ্বর্ত্তন—আবাটা, যদ্দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জিত হয়।

১০১। সম্ভার—পুষ্পগন্ধ, সজ্জাবেশাদি উপায়নসমূহ।

১০৩। সংস্কার—ভোজনোপযোগি অষ্টিত্বগাদি-বিশ্লেষণ, গ্রাসোপযোগি ধৌতকরণ, খণ্ডখণ্ডকরণ ইত্যাদি।

১০৪। কোলি—কুল, বদরী ; পনস—কাঁঠাল ; নারঙ্গ—কমলা-নেবু-জাতীয় নেবু ; দ্রাক্ষা—আঙ্গুর ; সন্তারা—বাতাবি-নেবু-জাতীয় বৃহৎ নেবু (পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম-বিভাগে এই নামে

** অধ্যবসায়ের (অভেদ-প্রতিপত্তির) অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের একীভাবের সিদ্ধি হইলে, সেস্থলে 'অতিশয়োক্তি'-অলঙ্কার কথিত হয় (অর্থাৎ উপমেয়-রূপ গোপীবক্ষের উপমান—'চক্রবাক' ও উপমেয়-রূপ শ্রীকৃষ্ণহস্তের উপমান—'নীলপদ্ম' এবং উপমেয়-রূপ গোপী-হস্তের উপমান—'রক্তোৎপল'। উপমেয়-বিষয়ের নির্দ্দেশ না করিয়া উপমানকেই অভিন্ন-বিচারে উপমেয়-রূপে স্থাপন করাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে। এস্থলে উপমান—'চক্রবাক', 'নীলপদ্ম' ও 'রক্তোৎপল'কে যথাক্রমে উপমেয়—গোপীবক্ষ, শ্রীকৃষ্ণহস্ত ও গোপীহস্তের সহিত অভেদ প্রতিপন্ন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ 'অতিশয়োক্তি'-অলঙ্কার সাক্ষাৎ প্রকট করিয়া দেখাইলেন)।*

** অবিরোধেও বিরুদ্ধত্বরূপে যে বাক্য, তাহা 'বিরোধ' ; চতুর্ব্বিধ জাতি, ত্রিবিধ গুণ, দ্বিবিধ ক্রিয়া ও দ্রব্য—এই ভেদে বিরোধ দশপ্রকার।*

কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,
সহস্রজাতি লেখা যায় কত ?? ১০৫ ॥
গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি,
সরপুরী, অমৃতি, পদ্মচিনি ।
খণ্ডক্ষিরিসার-বৃক্ষ, ঘরে করি' নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ-লাগি' আনি ॥ ১০৬ ॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি', কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি' কৈল বন্য-ভোজন ।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈলা ভোজন,
দুঁহে কৈলা মন্দিরে শয়ন ॥ ১০৭ ॥
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বুল ভক্ষণ ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি' আমার সুখী হৈল মন ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছা ঃ—

হেনকালে মোরে ধরি', মহাকোলাহল করি',
তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা ।
কাঁহা যমুনা, বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ, গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা !!" ১০৯ ॥

অর্দ্ধবাহ্য হইতে বাহ্যদশায় আগমন, স্বরূপকে কারণ-জিজ্ঞাসা, স্বরূপের উত্তর ঃ—

এতেক কহিতে প্রভুর কেবল 'বাহ্য' হৈল ।
স্বরূপ-গোসাঞিরে দেখি' তাঁহারে পুছিল ॥ ১১০ ॥
"ইঁহা কেনে তোমরা আমারে লঞা আইলা ?"
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥ ১১১ ॥
"যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা ।
সমুদ্রের তরঙ্গে আসি' এতদূর আইলা !! ১১২ ॥
এই জালিয়া জালে করি' তোমা উঠাইল ।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হইল ॥ ১১৩ ॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া ।
জালিয়ার মুখে শুনি' পাইনু আসিয়া ॥ ১১৪ ॥
তুমি মূর্চ্ছা-ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া ।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি' সবে মনে পায় পীড়া ॥ ১১৫ ॥
কৃষ্ণনাম লইতে তোমার 'অর্দ্ধবাহ্য' হইল ।
তাতে যে প্রলাপ কৈলা, তাহা যে শুনিল ॥" ১১৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্বীয় বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"স্বপ্নে দেখি, গেলাঙ বৃন্দাবনে ।
দেখি,—কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে ॥ ১১৭ ॥
জলক্রীড়া করি' কৈলা বন্য-ভোজনে ।
দেখি' আমি প্রলাপ কৈলুঁ, হেন লয় মনে ॥" ১১৮ ॥

স্বরূপের মহাপ্রভুকে স্নানান্তে গৃহে আনয়ন ঃ—

তবে স্বরূপ-গোসাঞি তাঁরে স্নান করাঞা ।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥ ১১৯ ॥

প্রভুর এই মহাভাব-শ্রবণে অচৈতন্যেরও কৃষ্ণোন্মুখতারূপ চৈতন্য-লাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর সমুদ্র-পতন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

কথিত হয়) ; মেওয়া—পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি শীতপ্রধানদেশে উৎপন্ন উপাদেয় সুস্বাদু ফলসমূহ ; খরমুজা—তরমুজা-জাতীয় ক্ষুদ্রতর ফল (কোন কোন অঞ্চলে 'ফুটি' বা 'বাঙ্গী' নামেও কথিত) ; ক্ষীরিকা—'ক্ষীরাই' ; তাল—তালশাঁস বা ফোপল; কেশুর,—মুথা-জাতীয় তৃণমূলবিশেষ, 'কশেরু—রু', 'কসেরু—রু', ইত্যাদি নামেও পরিচিত ; পানীফল—শৈবালাচ্ছাদিত সুপুরাতন সরসী বা নদীর জলে উৎপন্ন ফলবিশেষ, শৃঙ্গাটক ; মৃণাল—পদ্মনাল বা পদ্মমূল (?) ; দাড়িম্ব—মস্কট ও বেদানা জাতীয় ফল, 'ডালিম'।

১০৬। এস্থলে 'গঙ্গাজল' ইত্যাদি সমস্তই 'নাড়ু' ও গরুর দুগ্ধের ছানার সহিত শর্করা-সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ 'পিষ্টক'-জাতীয় খাদ্য ; খণ্ডক্ষীরিসার,—শর্করানির্ম্মিত বৃক্ষাকৃতি নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।